তওবা যখন মানুষ করতে যায় তার পূর্বে যে এই বিষয়টি অর্থাৎ গুনাহকে সে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে? একজন মানুষ যদি গুনাহকে ছোট বলে মনে করে বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাহলে সে তওবার দিকে অগ্রসর হয় না। এজন্যই শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে যে পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ভয়াবহ কত বেশি হতে পারে এবং এরপর আসবে তওবার শর্ত বলি তওবা সম্পর্কে কিছু ফতোয়া দলিল প্রমাণ এবং কুরআন হাদিস এবং আলেমদের কিছু অভিমত এবং সবার শেষে একটি উপসংহার থাকবে। আল্লাহ সুবহানা তা' কোরআনে বলেছেন যে হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর নিকট নিষ্ঠার সাথে তওবা করো। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করো। আমরা জানি যে করোমন কাঠবিনি বা সম্মানিত ফেরেশতা যারা আমাদের আমলনামা লিখে চলেছেন আমাদের কারো গুনাহ লেখার পূর্বে আল্লাহ আমাদেরকে তওবার ব্যাপারে বেশ কিছু সময় অবকাশ দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন যে নিশ্চয়ই বাম পাশের ফেরেশতা কলম উঠিয়ে রাখে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত ভুলকারী মুসলিম বান্দা থেকে। বান্দা যদি অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় তাহলে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়। নতুবা একটি গুনাহ লেখা হয়। তাবারানী, বাইহাকি এবং ইমাম আলবানি হার্ডটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ গুনাহ করার পরও একটি সুযোগ থেকে যায় তওবা করার জন্য এবং এখানে এই হাদিস টির অনুবাদে এ নির্দিষ্ট সময়টিকে মুহাদ্দিসগণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে সময়টা 6 ঘন্টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ হতে পারে এই সময়টুকু পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয় যদি বান্দা তওবা করে তাহলে হয়তো তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে অথবা একটি গুনার জন্য একটিই গুনাহ লেখা হবে এরপর যখন গুনাহ লেখা হয়ে গেলে এরপরেও আরেকটি সুযোগ থাকে সেই সুযোগটা হচ্ছে যে গুনাহ লেখার পরে কিন্তু সেই বান্দার মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের মানুষের সমস্যা হলো যে অনেক মানুষই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথম কথা যে ভয় করে না তারা রাত দিন বিভিন্ন রকমের গুনার কাজ করে চলেছে এবং এদের কেউ কেউ এই গুনাহগুলোকে আবার খুব তুচ্ছও তাচ্ছিল্য করে বা ছোট বলে মনে করে গুরুত্ব দেয় না। এজন্য দেখবেন যে এদের কেউ কেউ ছোট বা সগিরা গুনাহকে খুবই তুচ্ছতাচ্ছিলের দৃষ্টিতে দেখে এমনকি এগুলো নিয়ে তারা হাসি তামাশাও করে। যেমন অনেকে হয়তো বলে থাকতে পারে যে একবার না জায়েজ কিছু দেখলে অথবা কোন বেগুনাম মহিলার সাথে কর্মর্দণ করলে কি বা এমন ক্ষতি হবে? যখন আপনি দেখবেন যে অনেকে হয়তো আগ্রহ ভরে হারাম জিনিস দেখছে সেটা পত্রপত্রিকায় হোক কিংবা টিভি সিরিয়াল বা সিনেমাতে হোক তখন হয়তো আপনি তাদেরকে সতর্ক করে বললেন যে আল্লাহকে ভয় করো তখন হয়তো তাদেরকে আপনি বলতে পারেন যে এই বিষয়গুলো তো হারাম তখন প্রতি উত্তরে তারা হয়তো রসিকতা করে প্রশ্ন করবে আচ্ছা হারাম তো বুঝলাম কিন্তু এতে কতটুকু গুনাহ হবে? এটা কি কবিরা গুনাহ না সবিরা গুনাহ? অর্থাৎ জানার আগ্রহও তাদের নেই তারা এই বিষয়টিকে

এতদূরেরে তুচ্ছ তা ছলি করে এগুলো নিয়ে তারা ঠাট্টা মসকরা করে। অথচ একজন মুমনিরে অবস্থা হবে এ সম্পূর্ণ বপিরীত। কারণ আপনি যখন এই গুনাহগুলোর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানবনে তখন তুলনা করে দখেুন এই দুটি বর্ণনার সঙ্গে যা ইমাম বুখারী রাহমিা উল্লাহ উল্লখে করছেনে। প্রথম বর্ণনা হযরত আনারস ইবনে রাদিউল্লাহ তাআলা আনহু দখেে বর্ণতি, তনিি বলনে যে তোমরা এমন সব কাজ করো যা তোমাদরে দৃষ্টতিে চুলরে চয়েওে সূক্ষ্ম কন্তিু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামরে যুগে এগুলোকইে মনে করতাম ধ্বংসকারী অনুষদ তনিি বলছনে যে আমরা এমন সব কাজ করে যগেুলো আমাদরে দৃষ্টতিে একবোরে তুচ্ছ। একটা চুলরে চয়েওে সূক্ষ্ম। কন্তিু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লামরে যুগে তারা এগুলোকইে মনে করতনে একবোরে বধ্বিংসি বা ধ্বংসকারী কাজ। দ্বতিীয় বর্ণনাটি ইমাম বুখারী উল্লখে করছেনে। হযরত ইবনে মাসুদ রাদি এল তালানো থকেে বর্ণতি। তনিি বলনে যে একজন মুমনি বান্দা গুনাহকে এমনভাবে দখেে যনে সে একটা পাহাড়রে নচিে বসে আছে এবং সইে পাহাড় যকোনো মুহূর্তে তার মাথার উপরে ভঙেে পড়তে পারে। পক্ষান্তরে বপিরীত দকিে একজন পাপী বান্দা তার গুনাহকে এমনভাবে দখেে যনে একটা মাছি তার নাকে সামনে বসে আছে। আর সে যকোনো মুহূর্তে হাত দয়িে সইে মাছটিাকে তাড়য়িে দতিে পারবে। সুবহানাল্লাহ যে এই বষিয়টরি বপিদজনকতা কত বপিদজনক হতে পারে এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর এই হাদসিটরি দকিে আমরা মনোযোগ দবি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেনে যে তোমরা নগণ্য বা ছোট ছোট গুনাহ থকেে সাবধান হও। নগণ্য ছোট ছোট গুনাহগুলোর উদাহরণ হলো ওই লোকদরে মত যারা কোন একটি মাঠে বা প্রান্তরে গয়িে অবস্থান করল এবং তাদরে প্রত্যকেইে অল্প অল্প করে কছিু কছিু করে লাকরি সংগ্রহ করে নয়িে আসলো। শষে পর্যন্ত এতটা লাকরি তারা সংগ্রহ করল যা দয়িে তাদরে খাবার পাকানো হয়ে গলে। নশ্চিয়ই নগণ্য ছোট ছোট গুনাহতে লপ্তি থাকা ব্যক্তদিরেকে যখন সইে নগণ্য ছোট ছোট গুনাহগুলো গ্রাস করবে, পাকড়াও করবে তখন তাদরেকে একবোরে ধ্বংস করে ফলেবে। অন্য আরকেটি বর্ণনা এসছেে যে তোমরা নগণ্য বা ছোট ছোট গুনাহ থকেে সাবধান হও। কনেনা সগেুলো মানুষরে কাঁধে জমা হতে থাকে। একসময় তাকে ধ্বংস করে দয়ে। মুনাদে আহমদ সহয়িালজামে। আলমেগণ এই হাদসিরে ব্যাখ্যায় উল্লখে করছেনে যে, যখন সগরিা গুনার সাথে বা ছোট গুনার সাথে সাথে সইে গুনাহকে তুচ্ছতাচ্ছলি করা হবে। অর্থাৎ মানুষরে অপরাধ বোধ কমে যাবে, লজ্জাশ্রম কমে যাবে। কোন কছিুতইে তারা ভ্রুকপে করবে না। এমনকি আল্লাহর প্রতি কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভক্তি থাকবে না। তখন এই ছোট গুনাহটওি ধীরে ধীরে একসময় কবরিা গুনাহতে পরণিত হবে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে ক্রমাগত পাপ করলে বা বারবার পাপ করতে থাকলে সইে ছোট গুনাহটাও আর সগরিা

থাকে না এবং বারবার তওবা করতে থাকলে বা বারবার ক্ষমা করতে থাকলে বড় গুনাহগুলো আর বড় গুনাহ থাকে না অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে শরীরটা গুনাহ করতে থাকলে সেই ছোট গুনাহগুলো জমতে জমত একসময় একটা বড় গুনাহতে বা কবিরা গুনাহতে পরিণত হয় এবং বিপরীত কাজ অর্থাৎ বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলে বড় গুনাহ বা কবিরা গুনাহ আর কবিরা গুনাহ থাকে না এবং একসময় ধীরে ধীরে তা আলা সময় তাহলে মাফ করে দেন। তো যার এই অবস্থা হয় তাকে আমরা বলি যে গোনা ছোট বা গোনাটা খুব সামান্য সগিরা এইদিকে আপনি দৃষ্টি দিবেন না। বরং আপনি দৃষ্টি দিবেন যে আপনি যার অবাধ্যতা করছেন সেই আল্লাহ সুবহানা তা' আলার ভর্তির দিকে। আমাদের এই আলোচনা দ্বারা ইনশাআল্লাহ কারা উপকৃত হবেন? ইনশাল্লাহ এই আলোচনা থেকে উপকৃত হবেন যারা আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহর সাথে সত্যবাদী। যারা অনুভব করছেন যে তাদের গুনাহ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে এবং তাদের আমলে ঘাটতির ব্যাপারটি তারা অনুভব করেন যে না যে কোন ভালো কাজ এর থেকেও আরো ভালো উপায় করা সম্ভব। এই ধরনের অনুভূতি যাদের মধ্যে থাকবে এবং আল্লাহ সাল্লাল্লাহু প্রতি যারা বারবার তওবা করে ফিরে আসতে চান তারা এই আলোচনা থেকে উপকৃত হবেন। কিন্তু যারা তাদের কুমড়ৌতে অনর বা অটল অবস্থানে থাকেন এবং যারা নিজেদের ভুল ত্রুটি স্বীকার করতে চান না বা নিজেদের বাতিল অবস্থার প্রতি তারা অবিচল থাকেন তাদের জন্য এগুলো কোন সুফল বই আনবে না। এটি তাদের জন্যই যারা আল্লাহ সুবহানাল্লাহর এই আয়াতকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ সুবহানাল্লাহকে কোরআনে বলছেন যে আপনি আমার আপনাদেরকে জানিয়ে দিন যে নিশ্চয়ই আমি একমাত্র ক্ষমাকারী দয়ালু। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলছেন যে আপনি আমার আপনাদেরকে জানিয়ে দিন নিশ্চয়ই আমি একমাত্র ক্ষমাকারী দয়ালু। সূরাল হিজরের 50 নম্বর আয়াত। আল্লাহ ওয়া তা' আলা দেখুন এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতে কত সুন্দরভাবে এই বিষয়টির ভারসাম্য রক্ষা করছেন। আল্লাহ এর পরবর্তী আয়াতেই অর্থাৎ 50 নম্বর আয়াতে বলছেন আর নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হলো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি একটি এ চালা সুবহানাল্লাহ বলছেন যে নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাকারী দয়ালু পরবর্তী এ চালা সুবহানাল্লাহ বলছেন যে আর নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হলো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অর্থাৎ এই দুটি বিষয়ের মধ্যে আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ প্রতি আমাদেরকে ভয়ও রাখতে হবে এবং আমাদের আল্লাহ ক্ষমার প্রতি আসো রাখতে হবে। এবং তওবা যখন একদিন মানুষ করতে আগ্রহী হয় এই তওবা শব্দটি কিন্তু অত্যন্ত মহান একটি শব্দ এবং এর অর্থ খুবই ব্যাপক কাজেই এর বেশে কিছু পূর্ব শর্ত বা প্রস্তুতিমূলক বিষয় রয়েছে এবং এর পরিপূরক কিছু বিষয় রয়েছে। আমরা এবারে এই অধ্যায় পরবর্তী যে অংশটি আসছে সেটা হচ্ছে। তওবার শর্ত এবং এর পরিপূরক বিষয়সমূহ কি? তওবা শক্তি সাধারণ কোন শব্দ নয়। এমন নয় যে অনেকে মনে করে থাকেন যে মুখে বললাম এরপর আবার গুনাহতে লিপ্ত

থাকলাম। আপনি আল্লাহ সুবহানাল্লাহর এই আয়াতের দিকে মনোযোগ দিন। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলছেন আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলছেন যে তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। অর্থাৎ তওবা করো। সূরা হুদের তিন নম্বর আয়াত। অর্থাৎ ওয়া রাহমাতুল্লাহ এই আয়াতের পরের অংশে বলছেন যে তোমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। এবং প্রথম অংশে বলছেন যে তোমরা তোমাদের রবের নিকট, প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অর্থাৎ প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা আল্লাহ বলছেন এবং এরপর তওবা করতে বলা হয়েছে। সুতরাং তওবা হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনার পর অতিরিক্ত আলাদা একটি বিষয় এবং আমরা জানি যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য অবশ্যই কিছু শর্ত থাকে বা পূর্ব প্রস্তুতি থাকে। আলেমওলামাগণ কুরআন হাদিস থেকে তার জন্য যে কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রধান চারটি হলো এক নম্বর যে দ্রুত অবিলম্বে সাথে সাথে দেরি না করে পাপ থেকে বিরত হতে হবে। দেরি করা যাবে না। দুই নম্বর হচ্ছে যে আগে বা পূর্বে যে এই বিষয়টা ঘটে গেছে সেজন্য অন্তর থেকে অনুতপ্ত হতে হবে। তিন নম্বর যে পুনরায় আবার সেই পাপ কাজে যেন আমরা আবার না ফিরে আসি বা একই ভুল যেন আবার আমরা না করি সেজন্য দৃঢ়ভাবে সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। চার নম্বর হচ্ছে যদি এমন হয়ে থাকে যে প্রাপকদের কোন হক নষ্ট করা হয়েছে বা মানুষের হক নষ্ট করা হয়েছে তাহলে সেই হককে ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ সেটা অন্যভাবে নেওয়া হয়েছিল। অথবা যদি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আর আন্তরিকভাবে বা একনিষ্ঠভাবে তওবার জন্য কতিপয় আলেম যে সমস্ত শর্ত উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে প্রধান দশটি উদাহরণসহ এখনো আলোচনা করা হচ্ছে। এক নম্বর বোঝা হচ্ছে যে আপনি কি কারণে গুনাহ থেকে ফিরে আসলেন বা গুনার কাজটি করা বন্ধ করে দিলেন এর কারণ কি? এটা কি আল্লাহ সুবহানাল্লাহর কারণে নাকি অন্য কোন কারণে? অর্থাৎ প্রথম শর্ত হচ্ছে যে তওবা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাল্লাহর দিকে। অর্থাৎ প্রথম বিষয়টি হচ্ছে যে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই পাপকাস্টটিকে ত্যাগ করা। অন্য কোন কারণে নয়। যেমন ধরুন যে অক্ষমতার কারণে একজন ব্যক্তি সেই ওই খারাপ কাজটি করতে আর বর্তমানে সক্ষম নয়। এ কারণে সে পাপ কাজটি আর করে না। অথবা এরকম হতে পারে যে এই কাজকর্মগুলো করতে তার আর ভালো লাগে না অথবা লোকজন খারাপ বলবে মন্দ বলবে এই ভয়ে অর্থাৎ মানুষের ভয়ে শেষের পাপ কাছটিকে করে না। যেমন কোন ব্যক্তি সে হয়তো বৃদ্ধ হয়ে গেছে। এখন তার আর গান শুনতে বা যুবক বয়সে যে খারাপ কাজগুলো সে করতো এগুলো করতে সে অক্ষম। তার ভালো লাগে না। এই কারণে সে বা মানুষ খারাপ বলবে এই কারণে সে পাপ কাজটিকে ত্যাগ করে জানলার ভয় পাপ কাজটিকে ত্যাগ করেনি। এজন্য তাকে তওবাকারী বলা হবে না। যে ব্যক্তি পাপ ত্যাগ করছে এই কারণে যে সে

এ খারাপ কাজটি কারণে তার মানহানি ঘটবে। হয়তো এজন্য সে চাকরিচ্যুত হতে পারে বা তার নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা সে হারাতে পারে। এজন্য তাকে তওবাকারী বলা যাবে না। তাকেও তওবাকারী বলা যাবে না। যে ব্যক্তি পাপ কাজ ত্যাগ করল তার শক্তি এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য নয় তার নিজের শরীর এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। যেমন কেউ জিনা ব্যভিচার করে। এরপর সে জিনা ব্যভিচার করা ত্যাগ করল কি কারণে যেন সে বিভিন্ন মারাত্মক রোগ বেরিয়ে থেকে বাঁচতে পারে। অথবা তার শরীর এবং স্মৃতি শক্তি যাতে দুর্বল না হয়ে যায়। একইভাবে সেই ব্যক্তিকেও তো বাকারি বলা যাবে না। যে ব্যক্তি চুরি করা ছেড়ে দিয়েছে কারণ কি? কারণ কোন বাড়িতে ঢুকতে পারার বা চুরি করার কোন রাস্তায় খুঁজে পেলে না। কিংবা সিন্দুক খুলতে পারলো না। অথবা পাহারাদার এবং পুলিশ দেখেল, পুলিশ এবং পাহারাদারের বয়সে চুরি করা বাদ দিয়ে দিলি। এখানেও সে আল্লাহর ভয়ে এই খারাপ কাছটিকে ত্যাগ করেনি। তাকেও তওবাকারী বলা যাবে না যে কিনা দুর্নীতি দমন বিভাগের লোকজনদের তৎপরতার ভয়ে অথবা ধরা পড়ার ভয়ে ঘুষ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। একইভাবে এখানে প্রথম শর্তে যে আরও কয়েকটাও বিষয় আসতে সেগুলো বিষয়ের মূল কারণ হচ্ছে যে কি কারণে আপনি সেই খারাপ কাছটিকে ত্যাগ করছেন বা কি কারণে সেই খারাপ কাছ ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসছেন। এর কারণগুলো যদি এটা হয় যে না আল্লাহর কারণে নয় অন্য কোন কারণে সেক্ষেত্রে এগুলো তওবা বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। তো পরবর্তী বিষয়ে বলছেন যে আর তাকেও তওবাকারী বলা যাবে না যে ব্যক্তি মদ পান, মাদক দ্রব্য ইত্যাদি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কারণ এগুলো হয়তো বা বাড়তি খরচ অপচয় হয়। অর্থনৈতিক কারণে সে এগুলোকে ছেড়ে দিলি। যেমন এভাবে তাকেও তো অবাক করা যাবে না যে ব্যক্তি সামর্থ্যহীন হওয়ার কারণে গুনাহ করা ছেড়ে দিলি। যেমন মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ সে এখন কথার কথায় জড়টা সৃষ্টি হয়েছে বা সে অতিরিক্ত বয়স্ক ব্যক্তি হয়ে গেছে। কিংবা যিনা করছে না কারণ সে সহবাস করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা চুরি করা ছেড়ে দিয়েছে কারণ সে আগেই একটি দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে গেছে। এখন আসতে চুরি ডাকাতি করতে পারে না। বরং এই সমস্ত কাজে অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে এবং সব ধরনের পাপ কাজ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং আগের এই সমস্ত অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহ সুবহানাল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এর কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু বলেছেন যে অনুতপ্ত হওয়ায় হলো তওবা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন অনুতপ্ত হওয়ায় হলো তওবা। মুনাদে আমাদের হাদিস ইবনে মাজাতে এবং সহি আলজামে এই হাদিস গ্রন্থতেও হাদিস রয়েছে। পরবর্তী আরেকটি বিষয় দেখুন যে মহান আলা সুবহানাল্লাহটা আলা একজন ব্যক্তি সে যদি একটি ভালো কাজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু সে কাজটি কোন কারণে সম্পাদন করতে পারলো না। অর্থাৎ শুধুমাত্র সে

আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী কিন্তু কর্ম সম্পাদন করতে সে পারেনি। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ এই আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী অপারগ ব্যক্তিকে কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এর দলিল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে এই যে দুনিয়া এই দুনিয়া চার প্রকার লোকের জন্য। প্রথম এক নাম্বার সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ মাল বা ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং জ্ঞান বা ইলমে দান করেছেন। সুতরাং এরপর সে তার প্রভুকে ভয় করেছে। তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখছে এবং তার ব্যাপারে আল্লাহর হক সম্পর্কে জানছে। এই ব্যক্তি হলো সবচেয়ে উত্তম অবস্থানে। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেছে, ইলম লাভ করেছে, সাথে সাথে তার ধন সম্পদ রয়েছে এবং এরপর সে আল্লাহকে ভয় করেছে, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখছে এবং তার নিজের ব্যাপারে তার প্রতি বান্দার প্রতি আল্লাহর হক কি সেই সম্পর্কে জানছে এই ব্যক্তি হলো সবচেয়ে উত্তম অবস্থানে দুই নাম্বার অবস্থানে হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ইলম দান করেছেন কিন্তু তাকে ধনসম্পদ দেন নেই। কিন্তু ধনসম্পদ না থাকার পরেই লোকটা ভালো ভালো নিয়ত করে। সে হলো সঠিক নিয়তের লোক। সে বলে যে যদি আমার টাকা বসে থাকতো তাহলে অমুক ব্যক্তির মত কাজ করতাম। এই ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাবে। এবং প্রথম আর দুই নাম্বার এই দুই ব্যক্তির মধ্যে নেকি সমান হবে। তিন নাম্বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলছেন আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ টাকা বসে দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। টাকা বসে দিয়েছেন কিন্তু ইলমে বা জ্ঞান দান করেননি এবং সে না জেনেই তার টাকা বসে খরচ করে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে না আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং তার প্রতি বা বান্দার প্রতি আল্লাহর কি হক সেগুলো সে জানে না উদাসীন। সে হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থানে। চার নাম্বার আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ ধনসম্পদও দেননি এবং জ্ঞানও দেননি। এরপর সে আরো বলে যে আমার যদি টাকা বসে থাকতো তাহলে ওমুখের মধ্যে খারাপ কাজ গুলি করতাম। চার নাম্বার ব্যক্তি যাকেলেস মডেলে ধনসম্পদ দেননি এবং ইলমে দেননি। এরপরও সে বলছে যে আমার যদি টাকা বসে থাকতো তাহলে আগের ব্যক্তির মত খারাপ কাজ গুলি করতাম। এই ব্যক্তি তার এই নিয়তের কারণে নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এরা দুজনেই গুনাহের দিক থেকে সমান। রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এরা দুজনেই গুনাহের দিক থেকে সমান। মুন্নাে আহমদ তিরমিজি এবং সৈয়দ টার্ববিতা হারাবে আপনার এই জাহাজটি পাবেন। দুই নম্বর শর্ত বা তওবার ক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক বিষয় হচ্ছে যে আমরা গুনার কাজটিকে কতটুকু খারাপ বলে মনে করছি অর্থাৎ পাপের কাজটিকে একটা আসলেই খারাপ কাজ বলে আমরা মনে করছি কিনা পাপের কুদরতা এবং ভয়াবহ অনুভব করা আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে গুনাহের কাজে বা খারাপ কাজে তো সমস্ত মজা। ভালো কাজে তো কোন মজা নেই। এরা আসলে তাদের যে ফিটিরাদের উপরে

তার জন্ম লাভ করেছিল আল্লাহ্ সামাদাল্লা একটা মানুষকে যে স্বাভাবিক প্রকৃতি বা ফিটরাদের উপরে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন এই ফিটরাদের তাদের বিকৃত হয়ে গেছে। কারণ মানুষের যে ফিরাদের উপরে আল্লাহ সুবহানাল্লাহল দুনিয়াতে প্রেরণ করেন সেই ফিরাদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সে আল্লাহ সুবহানাল্লাহকে চিনবে জানবে এবং ভালো কাজগুলো তার কাছে ভালো লাগবে এবং খারাপ কাজগুলো তার কাছে খারাপ বলে মনে হবে এবং সুবহানাল্লাহ এটা আলীরাদিয়াতানোর একটি উক্তি যে তিনি বলেছিলেন যে কোন একজন ব্যক্তি সে যদি শরীয়তের হুকওয়ার্ম সম্পর্কে নাও জানতো এরপরেও যদি সে সঠিক ফিরাদের অধিকারী হতো তাহলে তার কাছে স্বাভাবিকভাবে খারাপ কাজগুলো খারাপ বলে মনে হতো এবং ভালো কাজগুলোকে সে ভালো বলেই জ্ঞান করতো অর্থাৎ দুই নাম্বার বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদেরকে তওবা করতে হলে অবশ্যই আমাদের সেই খারাপ কাজটিকে খারাপ এবং ঘৃণিত হিসেবেই দেখতে হবে অর্থাৎ সঠিক তওবার সাথে কখনো আনন্দ ও মজা পাওয়া যাবে না যেমন অতীতের পাপের কথা স্মরণ হলে অথবা ভবিষ্যতে আবার কখনো সেই পাপ কাজে ফিরে যাব এই ধরনের কোন ইচ্ছা মনের মধ্যে থাকবে না সে সবসময় আগের খারাপদের জন্য লজ্জিত এবং খারাপ একটা অনুভব সে করবে ইমাম ইবনুল কাইম রাহিমা উল্লাহ তার লেখা রোগ এবং চিকিৎসা এবং আলফাওয়াড নামক গ্রন্থে এই গুনাহের অনেক ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন যে গুনার কাজে আসলে ক্ষতিগুলো কি কি হতে পারে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিশেষ হচ্ছে সর্বপ্রথম সে ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া। এরপর আসতেছে যে তার অন্তরে একটি একাকিত্ব ভাব সৃষ্টি হবে বা শূন্যতা সৃষ্টি হবে। তার কাজকর্ম কঠিন হয়ে আসবে। শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। আল্লাহর আনুগত্য থেকে সে বঞ্চিত হবে এবং সমস্ত কাজে তার বরকত কমে যাবে। কাজের মধ্যে কোন বরকত থাকবে না। এবং কাজগুলো তার কাছে এলোমেলো বা অগোছলো মনে হবে। কোন কাজে সে সমন্বয় করতে পারবে না এবং ধীরে ধীরে গুনাহের কাজে সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে আল্লাহর ব্যাপারে সেই পাপী বান্দার একটা অনাসক্ত ভাব সৃষ্টি হবে এবং এরপর মানুষও তাকে অস্ত্রধা করবে জীবজন্তু তাকে অভিশাপ দিবে সে সর্বদা সমস্ত স্থানে অপমানিত হতে থাকবে। অন্তরে মোহর পড়ে যাবে। লানতের মধ্যে সে পড়ে যাবে। তার দোয়া কবুল হবে না এবং জলে এবং স্থলে অর্থাৎ জমিনে এবং পানিতে সমস্ত স্থানের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। সেই গুনাহকারী ব্যক্তির নিজেরও আত্ম সম্মান এবং আত্মমর্যাদাবোধ কমে যাবে। তার থেকে লজ্জাবোধ চলে যাবে। এবং সে একটা লানতের মধ্যে পড়ে যাবে এবং তার দোয়া কবুল হবে না এবং তার থেকে ভালো ভালো নিয়ামতগুলো আল্লাহ ধীরে ধীরে তুলে নিবেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তার উপরে একসময় আজাব নেমে আসবে এবং পাপীর অন্তরে সর্বদা একটা ভয় থাকবে এবং ধীরে ধীরে সে শয়তানের বন্ধু বা দোষরে পরিণত হবে এবং এভাবেই সবচেয়ে ভয়ানক দিকে বিষয়টি হচ্ছে যে তার জীবনের শেষে

অবস্থা বা জীবনের সমাপ্তি ঘটবে এই মন্দির উপর এবং পরকালনে আজাবে সে পাকরাও হবে। কাজেই একজন বান্দা সে যদি পাপের এই ক্ষতি এবং বিপর্যয় সম্পর্কে জানতে পারতো তাহলে সে অবশ্যই পাপ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতো। কিছু কিছু লোক দেখা যায় যে তারা একটি পাপ কাজ করার ছেড়ে দেয়া ঠিকই কিন্তু নতুন আরেকটি পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং এর বশে কিছু কারণ রয়েছে। এর কারণগুলোর মধ্যে এক নম্বরে আছে যে সে মনে করে যে নতুন এই পাপ কাজটি বোধহয় হালকা প্রকৃতির বা তুচ্ছ ছোট একটা কাজ। দুই নাম্বার হচ্ছে যে মন পাপের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয় এবং এর দিকেই মানুষের ঝোঁক একটু প্রবল থাকে। তিন নাম্বার হচ্ছে যে পাপ কাজ করার জন্য চারপাশের অবস্থা সহজ হয় এবং সেগুলো তাকে সাহায্য করে পাপ কাজটি করার জন্য দেখা যায় আগের যে পাপ কাজটি থেকে সে তওবা করেছে সেই পাপ কাজটি করার জন্য তার হয়তো অনেক কিছুর আয়োজন করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু নতুন এই কাজটি সে খুব সহজেই করতে পারছে। এ কারণে দেখা যায় একটি খারাপ কাজ বন্ধ হলে সে আরেকটি খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। চার নম্বর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে তার যেই সমস্ত সঙ্গী সাথী আছে যারা এই পাপের সাথে জড়িত সেই সঙ্গী সাথী বা বন্ধুদের ভয়ে সে পাপ কাজ ত্যাগ করা কঠিন বলে মনে করে। খারাপ বন্ধুরা তাকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে আসে। যেমন পরবর্তী পাঁচ নাম্বার পয়েন্টে আসছে যে কোন কোন ব্যক্তির নিকট বিশেষ একটা পাপ কাজ তার মান সম্মানের একটা ঘাটতি ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায় কারণ সে তার বন্ধুবান্ধব যারা চেহারা সবাই খারাপ লোক এবং তাদের কাছে সে এটা একটা লজ্জতি অনুভব করে যে পাপ কাজের থেকে সে ফিরে এসে তওবা করবে। এজন্যই সে চিন্তা করে যে সে যেন তার পূর্বে সে খারাপ অবস্থানটি ধরে রাখে এবং এই পাপ কাছ থেকে সে চালিয়ে যেতে থাকে। যেমন এই রকোনাটি ঘটে বিভিন্ন অপরাধ এবং যারা সন্ত্রাসী গ্রুপের প্রধান তাদের বলোয় যেমনটি ঘটেছিল অশ্লীল কবি আবু না ওয়াজের বলোয় যখন তাকে একজন ভালো কবি মানে সৎ কবি আবুল আতাহিয়া তিনি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তার সেই সমস্ত অশ্লীল কাব্যের জন্য তাকে পুরস্কার করেছিলেন তাকে চেনা করেছিলেন এবং তওবা করতে বলেছিলেন। তো জবাবে এই লোকটি একটি কবিতা লিখিল। তো সে লিখিলই সে ভালো বা সৎকর্মশীল কবি। আবু আতাহিয়াকে সে লিখিল। সে লিখিল হে আতাহিয়া তুমি কি চাও আমি ছেড়ে দেই আনন্দ ফুর্তি করা? তুমি কি চাও আমি ধর্ম কর্ম করে হারিয়ে ফেলি আমার লোকদের কাছে আমার মর্যাদা? অর্থাৎ সে মানুষের কাছে কি বলবে যে একসময় সে খারাপ কাজ করতো এখন সে তওবা করে আবার ভালোর দিকে ফিরে আসছে লোকেরা হয়তো তাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্কো করতে পারে বা তাকে তার আগের খারাপ কথাগুলো মনে করিয়ে দিয়ে লজ্জতি করতে পারে। এই ভয়ে সে মানুষকে ভয় করে আল্লাহকে ভয় করে না। মানুষকে ভয় করে সে তওবার দিকি থেকে দূরে সরে থাকে। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে তওবার দিকে

অগ্রসর হয় না। এটা হচ্ছে অন্যতম আরকেটি কারণ যার কারণে একটি গুনার কাছ থকেে বরিত হলওে মানুষ অন্য আরকেটি গুনার কাজরে দকিে অগ্রসর হয় এবং আমাদরে এই অংশে 10টি পয়ন্টে আছে এর মধ্যে তনি নাম্বার পয়ন্টেে এখন আমরা এসছেি তনি নাম্বার পয়ন্টেে বলা হচ্ছে যে তওবার পুরো উপস্থতিমিূলক বষিয়ে যে যার জন্য তওবা করা প্রয়োজন সে যনে খুব তাড়াতাড়ি দরেি না করে তওবা করে কারণ তওবা করতে দরেি করাটাই হচ্ছে আরকেটি পাপ চার নাম্বার পয়ন্টে হচ্ছে যে আল্লাহর যে সমস্ত হক একটা বান্দার উপর থাকে এবং সগেুলো ছুটে গছে। তো এরপর যখন মানুষরে স্মরণ হলো সগেুলো যত দ্রুত সম্ভব এবং যথা সম্ভব আদায় করে নতিে হবে। যমেন চাকাদ দওেয়া যা সে পূর্বরে দয়েনি। কনেনা এর মধ্যে দরদ্রি অভাবলি তনিজনরেও অধকিার রয়ছেে কাজইে এগুলো তওবা করার সাথে সাথে পূর্বরে এই অনাদাইকৃত বষিয়গুলো আদায় করতে হবে পাঁচ নম্বর বষিয় হচ্ছে যে পাপরে যে সমস্ত স্থান রয়ছেে বা যইে সমস্ত জায়গায় সে গুনাহ করতো সইে খারাপ কাজরে জায়গাগুলোতে ত্যাগ করতে হবে। কারণ সখোনে অবস্থান করলে সময়ও সম্ভাবনা থাকবে যে সে একসময় আবার সইে পাপকে জড়য়িে পড়বে ছয় নম্বর হচ্ছে যারা তাকে পাপকে যে সাহায্য সহযোগতিা করত তাদরেকে পরত্যিাগ করা এর স্বপক্ষে আপনারা একসময় সামনে একটি হাদসি পাবনে যখোনে একজন ব্যক্তি 100 জন মানুষকে হত্যা করছেলি সখোনে সইে হাদসিরে শক্ষিার মধ্যে এই শক্ষিার্থী রয়ছেে যে যারা তাকে আগে খারাপ কাজ করতে সহযোগতিা করছেি তাদরেকপেরত্যিাগ করতে হবে যে আন্তরকি বন্ধুরাও সদেনি একে অপররে শত্রুতা পরণিত হবে শুধুমাত্র মুক্তাকরিা ছাড়া সূরা আল জুকরুপরে 7 টি নম্বর আয়াতয়ে বলছনে যে হাশররে ময়দানে কোন মানুষ কোন মানুষরে বন্ধু থাকবে না শুধুমাত্র মুক্তাকরিা ছাড়া এমনকি যদি দুনয়িাতে আন্তরকি বন্ধু থাকে সদেনি সে চাইবে যে একজন অপরনরে ঘাড়ে এই গুনাহ চাপয়িে দয়িে কভিাবে সে মুক্তি পতেে পারে। খারাপ সাথীরা বা খারাপ লোক এরা একে অপরকে কয়োমতরে দনি অভশিাপ দবিে। এজন্যই বলা হচ্ছে যে হে তওবাকারী ভাই আপনাকে এদরে সাথে সম্পর্ক ছন্নি করতে হবে এবং এদরে থকেে সতর্ক থাকতে হবে যদি আপনি তাদরেকে দাওয়াত দতিওে না পারনে আপনি যনে তাদরে থকেে দূরে থাকনে বরিত থাকনে শয়তান যনে আপনার ঘাড়ে আবার শোয়ার হওয়ার সুযোগ না পায় এবং আপনাকে ভুলয়িে পালয়িে আবার সইে কুপথে ফরিয়িে নয়িে দয়ো যায়। আর আপনি তো জাননে যে আপনি দুর্বল। আপনি এই সমস্ত খারাপ লোকদরেকে প্রতরিোধ করতে পারবনে না। এ ধরনরে অনকে ঘটনা রয়ছেে যখোনে অনকে লোকই শুধুমাত্র তার পুরাতন বন্ধুবান্ধবরে সাথে সম্পর্ক টকিয়িে রাখার কারণে তওবা করার পরও আবার সইে খারাপ কাজগুলোতে জড়য়িে পড়ে। সাত নম্বর হচ্ছে তওবার পূর্ব প্রস্তুতি মূলত বষিয় যে নজিরে কাছে রক্ষতি যে সমস্ত হারাম জনিসি রয়ছেে সগেুলোকে নষ্ট করে ফলেতে হবে যমেন মাদক দ্রব্য বাদ্যযন্ত্র একতারা ইত্যাদি বা হারমোনয়িাম

কিংবা ছবি ব্লু ফিল্ম অশ্লীল নোবেল নাটক এগুলো নষ্ট করে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে যাতে এর মাধ্যমে অন্য কেউ আবার নতুন করে খারাপপাত করার সুযোগ না পায়। তওবাকারীকে সঠিক পথে অর্থাৎ দিনের পথে দৃঢ়ভাবে অটো লবি চিলে অবস্থায় থাকার জন্য অবশ্যই তার সমস্ত জাহেলেতে জিনিস থেকে মুক্ত হতে হবে। এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে দেখা যায় যে কোন একজন ব্যক্তি তওবা করেছে কিন্তু এই হারাম জিনিসগুলো সে ধ্বংস করেনি, অশ্লীল জিনিস বা বাদ্যযন্ত্র এগুলোকে নষ্ট করেনি, পরবর্তীতে হারাম জিনিসই সেই তওবাকারেকে আবার সে আগের অবস্থানে ফিরে নিয়ে গেছে এবং এর এর প্রধান কারণ হলো যে এর মাধ্যমে সে আবার সে পথভ্রষ্ট হয়েছে তো আমরা আল্লাহ্ শুঁটa তা' আলার নিকট সঠিক পথে টিকে থাকার জন্য তাওফিক কামনা করি আট নম্বর বিষয় হচ্ছে যে ভালো লোক বা সৎকর্মশীল সঙ্গী সাথী গ্রহণ করতে হবে যারা আপনাকে আল্লাহ সুবহানা তা আল্লাহর দিনের ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং এরা হবে আপনার পূর্বের খারাপ সঙ্গী সাথীর বিকল্প আরো চেষ্টা করতে হবে যে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং ইলমের আলোচনায় বসার জন্য। নিজেকে সবসময় একটা কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং যে কাজগুলোতে বরকত রয়েছে বা কল্যাণ রয়েছে সেই কাজগুলোই ব্যস্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ শয়তান যেন আপনাকে অবশ্য সময়ে ভুলিয়ে ভ্যালি আবার পূর্বে সে গুনাহের কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করতে না পারে। এজন্য ভালো কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। নয় নম্বর বিষয় হচ্ছে যে নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ আপনার নফসেরও আপনার উপর একটি হক রয়েছে। আপনার দেহের আপনার উপর একটি হক রয়েছে। কাজেই নিজের শরীরের দিকে নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যেন সে হারাম কাজ কারণ যে দেহকে আপনি হারাম কাজ দিয়ে প্রতিপালন করেছেন সেই দেহকে আল্লাহ আনুগত্যের কাজে লাগাতে হবে এবং এই দেহকে হালাল রুজি দিয়ে পরিপুষ্ট করতে হবে। যেন এই শরীরে আবার পবিত্র মাংস পবিত্র রক্ত সৃষ্টি হতে পারে সর্বশেষ 10 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে যে তওবা করার সর্বশেষ কতটুকু সময় থাকতে পারে অর্থাৎ তওবা করতে হবে একজন মানুষের দম আটকে যাওয়া বা হায়াত ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে যখন একজন মানুষের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তওবা করার সর্বশেষ সময় থাকে এবং আরো একটি সময় রয়েছে যখন কেয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে। এরপর আর কোন মানুষের তওবা কবুল করা হবে না। তো গ মৃগরা এর অর্থ হচ্ছে যে কন্ট্রোল দিতে কেমন একটা শব্দ বের হয় যা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বের হয়ে থাকে। তো এর উদ্দেশ্য হলো যে কিয়ামতের পূর্বে আপনাকে তওবা করতে হবে সেটা হতে পারে ছোট কেয়ামত অর্থাৎ একজন মানুষের মৃত্যু মৃত্যু একজন মানুষের ক্ষেত্রে তার নিজের জীবনের কেয়ামত বা নিজের জীবনের ধ্বংস ছোট কেয়ামত কিংবা এটাও হতে পারে বড় কেয়ামত অর্থাৎ পশ্চিম দিক

থেকে যখন সূর্য উঠবে এর পূর্বেই আপনাকে তওবা করতে হবে। অর্থাৎ নিজের জীবনের ক্ষেত্রে মৃত্যুর গরগারা বা মৃত্যুর পূর্বে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার পূর্বেই তওবা করতে হবে এবং বড় কেয়ামতের পূর্বে। অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে যখন সূর্য উঠবে তার পূর্বেই তওবা করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তওবা করবে গরগরা ওঠার পূর্বে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। হাদিসটি সহি এবং মুসনার আহমদ এবং তিরমিজি যে গ্রন্থে এই হাদিসই রয়েছে। অপর আরেকটি হাদিস সাল্লাল্লাহু বলেন যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠার পূর্বে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।